X ফাইল

এফ-২৮

রিপোর্ট : **জয়ন্ত আচার্য**

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সদ্য কেনা এফ-২৮ বিমান দুটি কর্তৃপক্ষের গলায় ফাঁস হয়ে দেখা দিয়েছে। এটিপির মতো এফ-২৮ বিমান দুটি বিমানের জন্য ক্রমেই বোঝা হয়ে উঠেছে। গণমাধ্যমের তীব্র সমালোচনা সত্ত্বেও বিমান কর্তৃপক্ষ পুরনো বিকল এ বিমান দুটি ক্রয় করে আনে। গত দুই মাসে এফ ২৮ বিমান দুটির ৭ বার যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়েছে। কার্যত ইন্দোনেশিয়া থেকে ১৯৭০ সালে নির্মিত ফকার কোম্পানির সর্বশেষ সিরিজের বিমান দুটি সরকারের প্রভাবশালী একটি মহল উচ্চ কমিশনে কিনে এনেছে। হাতিয়ে নিয়েছে শত কোটি টাকা। এখন বিমান কর্তৃপক্ষ বলছে সদ্য কেনা বিমান দুটি বিক্রি করে দেয়া হবে। কেনা হবে নতুন জেনারেশনের বিমান। কার্যত প্রভাবশালী মহলটি আর এক দফা কমিশন খাওয়ার জন্য মাঠে নেমেছে।

এটিপি : শিক্ষা নেয়নি বিমান

স্বাধীনতা পরবর্তী প্রায় প্রতিটি সরকারের সময় বিমান কেনা-বেচা নিয়ে উঠেছে দুর্নীতির অভিযোগ। জিয়াউর রহমান সরকারের সময় বিমান ক্রয়ে দুর্নীতির অভিযোগে তৎকালীন বিমানমন্ত্রী ওবায়েদুর রহমান জেল খাটেন। তবে এরশাদ সরকারের আমলে বিমান ক্রয়-বিক্রয়ের দুর্নীতি অতীতকে হার মানায়।

'৮৮ সালের ১৪ আগস্ট ফ্লিট প্ল্যানিং কমিটির সভায় বিমানের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম শওকত উল ইসলাম বিমানের অভ্যন্তরীণ রুটে আধুনিকীকরণের জন্য এফ-২৭ ফকার বিমান তিনটি বিক্রি করে এর বদলে নতুন বিমান কেনার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। কমিটি সমস্ত কিছু বিবেচনা করে ATP, F-50, S.desh-8/300 বিমান প্রাথমিকভাবে বাছাই করে। এর মধ্যে কোনটি বেশি উপযোগী তা নির্ধারণের জন্য বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর সুপারিশ করে ফ্লিট প্ল্যানিং কমিটির সভায় বিমান তিনটির ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কার্যপত্রে উল্লেখ করা হয়, ATP, F-50, S desh-8/300 বিমান অত্যাধুনিক প্রযুক্তির। তবে এটিপির সামনে ও পেছনে কার্গো ডোর ছোট। কার্যপত্র অনুসারে এটিপির মূল্য ১১.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। desh-8/300-এর মূল্য ৮-৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেখানো হয়। এরশাদ ব্রিটেন সফরকালে ব্রিটিশ এয়ার লাইন্সের কারখানা পরিদর্শন করতে যান। প্রতিটি এটিপির বিমান ১১.৫ মিলিয়নের পরিবর্তে ১৪.০৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উল্লেখ করে সংশোধিত প্রস্তাব দেন। ফলে বিমান কর্তৃপক্ষকে ২.০৮২ মিলিয়ন ডলার বেশি দিয়ে এটিপি ক্রয় করতে হয়। এই ৩টি এটিপি ছিল শেষ সিরিজের বিমান। আগামী দিনে এ বিমানের যন্ত্রাংশ পাওয়া কষ্টসাধ্য হবে জেনেও, ব্যক্তিস্বার্থে বিমান তিনটি কেনা হয়। যদিও একটি এটিপি ব্রিটিশ এয়ারলাইন্স দেয়নি। এরশাদ সরকারের আমলে কেনা এই দুটি এটিপি বিমান, বিমান এয়ারলাইন্সকে বড় ধরনের সমস্যায় ফেলে দেয়।

অলাভজনক ঝুঁকিপূর্ণ এই বিমান কিনে কর্তৃপক্ষ বিপাকে পড়ে। এটিপি কয়েক দফা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। এ কারণে কয়েকবার বিমানের হ্যাঙ্গারে ওঠে এটিপি জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এটিপিকে হ্যাঙ্গার থেকে নামানো হয়। এটিপি বিক্রি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এটিপির অর্থে নতুন জেনারেশনের বিমান ক্রয়ের কথা বলা হয়। এটিপি বিক্রি করা নিয়েও উঠেছে অভিযোগ। আগের টেন্ডারের চেয়ে কম মূল্যে এটিপি বিক্রি করা হয়। এটিপি দুটি বিক্রি করা হয়েছে ২ দশমিক ২ মিলিয়ন ডলারে। অথচ আগের টেন্ডারে এটিপির দাম ২ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলার উঠেছিল। কার্যত এটিপি দেড় কোটি টাকা কম মূল্যে বিক্রি করা হয়। এটিপির পাওয়া অর্থে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স আবারও পুরনো জেনারেশনের বিমান এফ-২৮ কেনার উদ্যোগ নেয়।

'বিমান ক্রয়ে কোনো অনিয়ম হয়নি। সব নিয়ম মেনেই বিমান ক্রয় ও লিজ নেয়া হচ্ছে। বিমান ধীরে ধীরে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে'

মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন
প্রতিমন্ত্রী, বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

এটিপি থেকে কার্যত বিমান কর্তৃপক্ষ কোনো শিক্ষাই নেয়নি।

এফ ২৮ : নানা অনিয়ম

এফ-২৮ বিমান দুটি গত ২৬ মে আনুষ্ঠানিকভাবে বিমান বহরে যুক্ত হয়। ইন্দোনেশিয়ার হেইবার্ড কোম্পানি এ ফকার দুটি দীর্ঘদিন থাইল্যান্ডে চালায়। ত্রুটি দেখা দেওয়ায় বিমান দুইটি দীর্ঘদিন বসিয়ে রেখে ইন্দোনেশিয়ার ক্যাপ্টেন দিদিত সোয়েরজাদির কাছে বিক্রি করা হয়। পরে ক্যাপ্টেন দিদিত হেইবার্ড কোম্পানির মাধ্যমে বিমান দুটি এদেশের কাছে বিক্রি করেন। সূত্র জানায়, হেইবার্ড কোম্পানি প্রথমে এফ-২৮ দুটি ১৮ লাখ মার্কিন ডলারে (প্রায় ১১ কোটি টাকা) বিক্রি করতে রাজি হয়। অজ্ঞাত কারণে কিছু মেরামতের পর দাম ২৯ লাখ ডলারে দাঁড়ায়।

অভিযোগ রয়েছে এফ-২৮ বিমান ক্রয়ে

সাজানো আনুষ্ঠানিকতা করা হয়েছে। কার্যত এখানে পার্টি ঠিক করে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কৌশলে দুটি পুরনো ত্রুটিপূর্ণ এফ-২৮ বিমান ক্রয় হচ্ছে। এ বিষয়টি সিভিল এভিয়েশনের টেকনিক্যাল কমিটির নজরে আসে। তারা সিভিল এভিয়েশনে এফ-২৮ এর টেন্ডারের বিভিন্ন শর্তে অস্বচ্ছতা রয়েছে উল্লেখ করে ডাইরেক্টর ইঞ্জিনিয়ারিংকে চিঠি দেন। সিভিল এভিয়েশনের দেয়া এ চিঠিতে বলা হয় এফ-২৮ বিমান দুটির ল্যাডিং গিয়ারের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় ৬টি গিয়ার লাগাতে ১ মিলিয়ন ডলার খরচ হবে। উড়োজাহাজ কেনার পর ব্যয়বহুল মেরামতের কাজ করতে হবে। বিমান রক্ষণাবেক্ষণের নীতি অনুসারে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ পরিবর্তন করতে হবে। যার জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার দরকার হবে। এ খরচের টাকা বিমান কোথায় পাবে? এছাড়া টেন্ডারের শর্ত আনুসারে বিমানের ডি-চেক করতে হবে। এসব বিষয় সমাধান না হলে এই দরপত্র সিভিল এভিয়েশন গ্রহণ করবে না। সিভিল এভিয়েশনের এসব আপত্তি তৎকালীন বিমান এমডি লিয়াকত আলী জানতে পেরে এফ-২৮ কেনার বিপক্ষে অবস্থান নেন। এ কারণে তাকে সরিয়ে দেয়া হয়। পরে বিমানে নতুন এমডি আসার পর এফ-২৮ কেনার কাজ সম্পূর্ণ হয়।

সূত্র জানায়, ইন্দোনেশিয়ায় টেস্ট ফ্লাইটের সময়ই এফ-২৮ উড়োজাহাজে হাইড্রোলিক প্রেসারের ত্রুটি দেখা দেয়। ফকার কোম্পানির বিমান দুইটিতে উচ্চতায় যাত্রী ও পাইলটের অক্সিজেন সুবিধা নেই। হাইড্রোলিক প্রেসারের যন্ত্রটি আলাদাভাবে উড়োজাহাজে সংযোজন করা হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ কারণে প্রায়ই বিমান দুটির ত্রুটি দেখা দিচ্ছে।

জানা গেছে, গত ২ মাসে এফ-২৮ বিমানটির৭ বার যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়েছে। তিনবার মারাত্মক দুর্ঘটনায় পড়তে গেছে। গত ১৫ জুন যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে একটি এফ ২৮ বিমানে কোলকাতায় জরুরি অবতরণে বাধ্য হয়। যাত্রীদের দ্রুত বের করে আনা হয়। ১৭ জুন ৪২ জন যাত্রী নিয়ে কাঠমান্ডুর উদ্দেশে যাত্রাকালে যান্ত্রিক ত্রুটিতে পড়ে। পাইলট বার বার চেষ্টা করেও ইঞ্জিন চালু করতে পারেনি। বিমানে দু'দফা শিডিউল পরিবর্তন হয়। পরে বিমানটি হ্যাঙ্গারে নিয়ে যাওয়া হয়। পরের দিন এয়ার বাসের মাধ্যমে কাঠমান্ডুতে নিয়ে যাওয়া হয়। চট্টগ্রামে সর্বশেষ একটি এফ-২৮ বিকল হয়ে পড়ে।

জানা গেছে, এখন এফ-২৮ বিমান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জবকার্ড তৈরি করা হচ্ছে। এই জবকার্ড তৈরির জন্য বিমানের আরো ৪ মিলিয়ন ডলার খরচ হবে। এফ-২৮-এর জন্য প্রতিদিনই বাড়ছে বিমান ব্যয়। নানাভাবে এ ব্যয় থেকে কমিশন পেতে বিভিন্ন মহল প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বর্তমান সরকার আসার পর বিমান চলছে অদৃশ্য এক শক্তির হাতছানিতে। এই হাতছানির নেপথ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দুই নিকটাত্মীয়। এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর ছেলে। তারাই বিমান ক্রয়, বিক্রয়, লিজে লুফে নিচ্ছে অর্থ।

এফ ২৮ : আত্মঘাতি উদ্যোগ

তবে বিমান চলাচল ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন এফ-২৮সহ বিমান নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেছেন। তিনি ২০০০কে বলেন, 'বিমান ক্রয়ে কোনো অনিয়ম হয়নি। সব নিয়ম মেনেই বিমান ক্রয় ও লিজ নেয়া হচ্ছে। বিমান ধীরে ধীরে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে'। এফ-২৮ উড়োজাহাজ প্রসঙ্গে বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মাহমুদুর রহমান বলেন, 'এফ-২৮ বিমান দুটি সাময়িক সময়ের জন্য বিমান বহরে সংযোজিত হয়েছে। নতুন প্রজন্মের উড়োজাহাজ বহরে সংযোজনের পর এই এফ-২৮ উড়োজাহাজ বিক্রি করে দেয়া হবে।'

তিনি বলেন, সকল প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে বিমান কর্তৃপক্ষের আরো দুই বছর সময়ে লাগবে। এই মধ্যবর্তী সময়ের জন্য ইন্দোনেশিয়া থেকে আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে এফ-২৮ কেনা হয়েছে। উড়োজাহাজ দুটি নিয়ে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করা হচ্ছে। এফ-২৮ অভিযোগ মনগড়া ও ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশ বিমান জাতীয় ঐতিহ্য ও গর্বের। অথচ নানা কারণে এ প্রতিষ্ঠানটি দুর্নীতির আখড়া হয়ে উঠেছে। প্রতিটি সরকারের একটি বিশেষ মহল বিমানকে লুটে পুটে খেতে চেষ্টা করেছে। এখন এ প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকতার রেকর্ড ভেঙেছে। তবে হিসাবে দেখা গেছে, বিমানের লোকসান কমছে। বিমান এসেছে কিছুটা লাভজনক পর্যায়। তবে এফ-২৮-এর মতো ত্রুটিপূর্ণ বিকল বিমান ক্রয় বিমানকে দীর্ঘমেয়াদি ব্যয়ে ফেলে দেবে। এফ-২৮ বিমান ক্রয় হয়েছে আত্মঘাতী উদ্যোগ। কোনো মহলের স্বার্থে নয়, বিমান কর্তৃপক্ষকে বিমান এয়ারলাইন্সের স্বার্থে দীর্ঘমেয়াদি, পরিকল্পিতভাবে বিমান ক্রয় করতে হবে। প্রয়োজনে স্বার্থান্বেষী মহলের পরিচয় প্রকাশ করে দিতে হবে।